Naya Jamana Evening Edition.....22 July...2026_Layout 1 26-07-2026 17:37 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

৯ শ্রাবন্ ।। ১৪৩৩।। রবিবার ২৬ জুলাই ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৪০৯ সংখ্যা ।। ৪ পাতা

দেশে আগুন ধরাচ্ছে, মাঠে নামুক, আমরা বুঝিয়ে দেব', বাম-অতিবামদের হুঁশিয়ারি অর্জুনের

কারগিল শহিদদের শ্রদ্ধা, 'মন কি বাত'-এ মোদি বললেন, 'দেশের মান বাড়িয়েছে যুবসমাজ

ইউক্রেনের ওডেসা বন্দরে ফের বাণিজ্যতরীতে হামলা! নিখোঁজ ২ ভারতীয় নাবিক

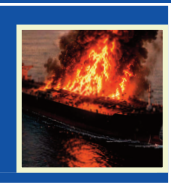

সাংবাদিক নিগ্রহে গুন্ডাদমন আইনে গ্রেপ্তার বেড়ে ১৪

এরা ছাত্র নয়, জামাতি-মৌলবাদী' ঃ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু

নয়া জামানা ঃ নিট প্রশ্নফাঁস-কাণ্ডে ককরোচ জনতা পার্টির ডাকা কলকাতার মিছিলে হামলা ও সাংবাদিক নিগ্রহের ঘটনায় গ্রেপ্তারির প্রশ্নে রবিবার প্রথম প্রকাশ্যে মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, ধৃতদের কেউই আসলে ছাত্র নন, বরং তাঁরা জামাতি ও মৌলবাদী যারা দেশে অশান্তি ছড়াতে চাইছে। এই ঘটনায় গুন্ডাদমন আইনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি।ধর্মতলায় ককরোচ জনতা পার্টির মিছিল চলাকালীন সাংবাদিকদের ওপর হামলা চালায় একদল দুষ্কৃতী, যার জেরে এলাকায় ব্যাপক অশান্তি ছড়িয়ে পড়ে।এই ঘটনায় হেয়ার স্ট্রিট থানায় ছ'টি এবং এন্টালি থানায় একটি ; মোট সাতটি মামলা রুজু করা হয়েছে, যেখানে গুন্ডাদমন আইনও যুক্ত করা হয়েছে। এই আইনের আওতায় এখনও পর্যন্ত মোট ১৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। তদন্তে উঠে এসেছে, ধৃতদের মধ্যে কয়েকজন ভিনরাজ্যে পালিয়ে যাওয়ার ছকও কষেছিল।মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট করে দেন যে, নিট আন্দোলনে ককরোচ জনতা পার্টির প্রকৃত মিছিলের সঙ্গে ধৃতদের কোনও সম্পর্ক নেই। তাঁর কথায়, সাংবাদিকদের দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতেই এই গ্রেপ্তারি হয়েছে এবং বিধানসভায় তিনি যে

অবস্থান নিয়েছিলেন, তা বহাল থাকবে।মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, তাঁর সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে একের পর এক সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হয়েই একদল দুষ্কৃতী এই ধরনের হামলা চালাচ্ছে। তিনি উল্লেখ করেন ;খারিজি মাদ্রাসাগুলি নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে।ওবিসি শংসাপত্র বাতিল সংক্রান্ত হাইকোর্টের রায় কার্যকর করা হয়েছে।পশু আইন কার্যকর করা হয়েছে।সাউন্ড পলিসিতে নতুন বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছেতাঁর ভাষায়, এই রাগ, এই যন্ত্রণা থেকেই একদল দুষ্কৃতী এই কাজ করছে। এরা কেউই ছাত্র নয়, এরা গুন্ডা। গুন্ডাদমন আইনেই এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হবে।

বন্যার ধাক্কায়

আকাশছোঁয়া সবজির দাম

নয়া জামানা ঃ হঠাৎ করেই বেড়ে গেল সবজির দাম। সব রকমের সবজিই বিক্রি হচ্ছে দুই থেকে তিন গুণ বেশি দামে। পটল, বেগুন, ঝিঙ্গা, করলা, টমেটো সহ বিভিন্ন রকমের সবজির দাম রীতিমতো আকাশছোঁয়া। এর ফলে সবজি বাজারে এসে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে সাধারণ ক্রেতাদের। এই মুহূর্তে ৬০ থেকে ১০০ টাকার নিচে কোনও সবজিই মিলছে না। শুধুমাত্র কম দামে পাওয়া যাচ্ছে আলু ও কোয়াশ। বাকি অন্যান্য সব রকমের সবজির দাম কেজি প্রতি বেড়েছে ৪০ থেকে ৫০

টাকা। গত কয়েকদিনের মধ্যে সবজির দাম এভাবে বেড়ে যাওয়ায় বিপাকে পড়ছেন বাজার করতে আসা সাধারণ মানুষ। সবজি ব্যবসায়ীরা জানান, বিভিন্ন এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি ও কৃষি জমিতে জল জমে যাওয়ায় অনেক ফসল নষ্ট হয়ে গেছে। এজন্য বাজারে সবজির আমদানি অনেক কম থাকায় সবজির দাম এখন অনেকটাই বেশি।

সরকারি দপ্তরে বায়োমেট্রিকের ইতি!

নয়া জামানা ঃ সরকারি কর্মীদের হাজিরার পদ্ধতিতে বড় পরিবর্তন আসতে চলেছে।

এবার থেকে সরকারি কোনও দপ্তরেই আর বায়োমেট্রিক মেশিন থাকবে না। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, কর্মীরা নিজেদের মোবাইল ফোন থেকে হাজিরা দিতে পারবেন। তবে কর্মীকে অবশ্যই অফিস চত্বরে থাকতে হবে। এর ফলে বায়োমেট্রিক মেশিন বসানোর

বিপুল খরচ যেমন কাটছাঁট করা গেল, তেমনই হাজিরা প্রক্রিয়াও সহজ, নির্ঝঞ্ঝাট হল। যত দ্রুত সম্ভব কার্যকর করতে হবে এই ব্যবস্থা।

কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ

কার্গিল দিবসে পাকিস্তানকে কড়া বার্তা প্রতিরক্ষামন্ত্রীর

নয়া জামানা ঃ ২৭তম কার্গিল বিজয় দিবস উপলক্ষে পাকিস্তানকে কড়া বার্তা দিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। রবিবার লাদাখের দ্রাসে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত হন প্রতিরক্ষামন্ত্রী। সেখানে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, পাকিস্তানের সঙ্গে ভবিষ্যতে যদি কোনও আলোচনা হয়, তা হবে কেবলমাত্র পাক অধিকৃত কাশ্মীর নিয়েই। তাঁর বক্তব্য, কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ, আর পাকিস্তান তার একটা বড় অংশ বেআইনিভাবে দখল করে বসে রয়েছে।রাজনাথ সিং এদিন সরাসরি অভিযোগ করেন, পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদকে তাদের সরকারি নীতির অংশ করে তুলেছে, সেখানে সেনাবাহিনী ও জঙ্গিদের মধ্যে ফারাক প্রায় মুছে গিয়েছে। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, পাকিস্তানের যেকোনও ধরনের উসকানিমূলক পদক্ষেপের এমন জবাব দেওয়া হবে, যা তারা কল্পনাও করতে পারবে না। ভারতীয় সেনা সদা সতর্ক রয়েছে এবং অনুপ্রবেশের কোনও চেষ্টা কোনওমতেই বরদাস্ত করা হবে না বলেও স্পষ্ট বার্তা দেন

২৭তম কার্গিল বিজয় দিবস উপলক্ষে পাকিস্তানকে কড়া বার্তা দিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। রবিবার লাদাখের দ্রাসে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত হন প্রতিরক্ষামন্ত্রী। সেখানে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, পাকিস্তানের সঙ্গে ভবিষ্যতে যদি কোনও আলোচনা হয়, তা হবে কেবলমাত্র পাক অধিকৃত কাশ্মীর নিয়েই।

তিনি।শহিদদের স্মরণ করে রাজনাথ তাঁর বার্তায় বলেন, মাতৃভূমি রক্ষায় আত্মবলিদানকারী বীর সৈনিকদের প্রতি দেশ চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবে এবং তাঁদের অদম্য সাহস ও ত্যাগ ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দেশপ্রেমের পাঠ দেবে।প্রসঙ্গত, এর আগে চলতি বছরের 'অপারেশন সিঁদুর'-এর সময় ভারতীয় সেনা পাকিস্তানি সেনার কার্যত কোমর ভেঙে দিয়েছিল। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে ভারত সংযম না দেখালে পাক সেনার অস্তিত্ব নিয়েই প্রশ্ন উঠে যেত। ভারতীয় সেনার সেই ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করেছিল গোটা বিশ্ব। তবে সম্প্রতি ফের পুরনো অভ্যাসে ফিরেছে পাকিস্তান; সীমান্ত দিয়ে বারবার অনুপ্রবেশের চেষ্টা এবং জঙ্গি ঢুকিয়ে সেনা ও সাধারণ নাগরিকদের উপর হামলার ছক কষার অভিযোগ উঠছে। এই প্রেক্ষাপটেই রাজনাথ সিংয়ের এই হুঁশিয়ারি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা।এই বক্তব্যকে সমর্থন জানিয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত এনএসজি কর্তা দীপাঞ্জন চক্রবর্তীও। তিনি বলেন, ক্ষুপ্রতিরক্ষা মন্ত্রী একদমই ঠিক কথা বলেছেন। পাকিস্তান ক্রমাগত অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে ছায়া-যুদ্ধ চালাবে আর আমরা চুপ করে বসে থাকব, সেটা হতে পারে না। পাকিস্তান যেমন আচরণ করবে, তার যথাযোগ্য জবাব পাবে। ভারতের একটা বড় ভূখণ্ড ওরা অধিকার করে রেখেছে, এটা আমরা মেনে নেব না। আজ হোক বা কাল, পাক অধিকৃত কাশ্মীর আমাদেরই হবে; এই বিষয়ে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।উল্লেখ্য, ১৯৯৯ সালের কার্গিল যুদ্ধে পাকিস্তানি অনুপ্রবেশকারীদের হটিয়ে লাদাখের দুর্গম উচ্চভূমি পুনর্দখল করেছিল ভারতীয় সেনা, নৌ ও বায়ুসেনা। সেই যুদ্ধে ৫২৭ জন ভারতীয় সেনা সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ করেছিলেন।সেই বিজয়ের স্মরণেই প্রতি বছর ২৬ জুলাই দিনটি কার্গিল বিজয় দিবস হিসেবে পালিত হয়।

Naya Jamana Evening Edition.....22 July...2026_Layout 1 26-07-2026 17:37 Page 2

বঙ্গোপসাগরে হাজির নতুন নিম্নচাপ

নয়া জামানা ডেক্স ঃ জুন মাসে দেরিতে শুরু হওয়া এবং জুলাইয়ের প্রথমার্ধে দুর্বল গতির বর্ষা অবশেষে নতুন ছন্দে ফিরতে চলেছে। ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, একাধিক নিম্নচাপ এবং সক্রিয় মৌসুমি অক্ষরেখার প্রভাবে আগামী কয়েকদিন দেশের বিস্তীর্ণ অংশে বৃষ্টি বাড়বে।

পশ্চিম, পূর্ব, উত্তর-পূর্ব ভারত থেকে শুরু করে হিমালয় সংলগ্ন রাজ্যগুলিতে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কোথাও কোথাও অতি ভারী বর্ষণের জেরে জল জমা, যানজট এবং ভূমিধসের আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

আবহাওয়াবিদদের মতে, বর্ষার এই নতুন সক্রিয় পর্যায়ের মূল কারণ পরপর তৈরি হওয়া নিম্নচাপ।

সম্প্রতি দক্ষিণ-পশ্চিম রাজস্থানের উপর একটি নিম্নচাপ তৈরি হয়ে গুজরাত এবং মহারাষ্ট্রের বিস্তীর্ণ এলাকায় প্রবল বৃষ্টির সৃষ্টি করেছিল। এবার বঙ্গোপসাগর ও পশ্চিমবঙ্গ সংলগ্ন উপকূল এলাকায় নতুন একটি নিম্নচাপ তৈরি হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, যা আগামী কয়েকদিনে আরও শক্তিশালী হতে পারে।এই নতুন নিম্নচাপের প্রভাবে ২৫ থেকে ২৮ জুলাই পর্যন্ত ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ সংলগ্ন উপকূল এবং পূর্ব ভারতের বিভিন্ন এলাকায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। একই সঙ্গে গুজরাত, দক্ষিণ-পূর্ব রাজস্থান, উত্তর কঙ্কন, মহারাষ্ট্রের কিছু অংশ এবং উত্তর ভারতের পাহাড়ি রাজ্যগুলিতেও প্রবল বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

আবহাওয়াবিদদের ব্যাখ্যায়, নিম্নচাপ তৈরি হলে তা আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প টেনে আনে। সেই আর্দ্রতা সক্রিয় মৌসুমি অক্ষরেখার সঙ্গে মিলিত হয়ে বড় আকারের মেঘ তৈরি করে এবং টানা কয়েকদিন ধরে বৃষ্টির পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। এই কারণেই বর্ষা হঠাৎ করেই সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং একাধিক রাজ্যে ভারী বর্ষণ শুরু হয়।এবারের বর্ষা অবশ্য শুরু থেকেই অনিয়মিত। ৪ জুন কেরলে বর্ষা প্রবেশ করলেও, এল নিনোর প্রভাবের কারণে জুন মাসে দেশের বহু অঞ্চলে স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক কম বৃষ্টি হয়েছে। মধ্য ও পশ্চিম ভারতের বিস্তীর্ণ অংশে দীর্ঘদিন শুষ্ক আবহাওয়া বজায় ছিল। আবার জুলাইয়ের শুরুতে গুজরাত, ওড়িশা, কঙ্কন উপকূল এবং মহারাষ্ট্রে প্রবল বর্ষণে জলমগ্ন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। বিশেষ করে মুম্বইয়ে জল জমে জনজীবন ব্যাহত হয়।তথ্য অনুযায়ী, বর্ষা এখন সক্রিয় হলেও সিজনের শুরু থেকে দেশের মোট বৃষ্টিপাত এখনও স্বাভাবিকের তুলনায় ঘাটতিতে রয়েছে। জুলাই মাসে গড় বৃষ্টিপাত দীর্ঘমেয়াদি গড়ের প্রায় ৯৪ শতাংশ হতে পারে বলে পূর্বাভাস রয়েছে।

তবে এই ধরনের নিম্নচাপ সক্রিয় থাকলে কয়েকদিনের মধ্যেই বৃষ্টির পরিমাণ দ্রুত বাড়তে পারে।আগামী সপ্তাহে পশ্চিম ভারত, পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারত এবং পশ্চিম হিমালয় অঞ্চলে মেঘলা আকাশ, বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি এবং ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে। গুজরাত, ওড়িশা, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, উত্তরাখণ্ড, হিমাচল প্রদেশ এবং জম্মু-কাশ্মীরের কিছু এলাকায় বিচ্ছিন্নভাবে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে।প্রশাসনের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই সতর্কতা জারি করা হয়েছে। নিচু এলাকা জলমগ্ন হওয়া, পাহাড়ি এলাকায় ভূমিধস, নদীর জলস্তর বৃদ্ধি এবং যান চলাচলে বিঘ্নের আশঙ্কা থাকায় সাধারণ মানুষকে আবহাওয়ার আপডেটের উপর নজর রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। আবহাওয়াবিদদের আশা, বর্ষার এই নতুন সক্রিয় পর্যায় দেশের বৃষ্টির ঘাটতি অনেকটাই কমাতে সাহায্য করবে, যদিও পুরো সিজন কতটা স্বাভাবিক হবে, তা নির্ভর করবে আগামী কয়েক সপ্তাহের আবহাওয়ার উপর।

দু'মাস কোমায়, জেগেই সদ্যোজাতর মুখ দেখলেন বাবা!

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ বাংলা ব্যান্ড চন্দ্রবিন্দুর বিখ্যাত গানের লাইন 'এভাবেও ফিরে আসা যায়' দিয়ে শুরু হতে পারে এই প্রতিবেদন। অথবা 'পুনর্জন্ম' বলেও ডাকা যেতে পারে 'অলৌকিক' এই কাণ্ডকে। দুর্ঘটনায় কোমায় চলে গিয়েছিলেন এক ব্যক্তি। পাক্কা দু'মাস পর জেগে ওঠেন তিনি। মৃত্যুগহ্বর থেকে ফিরে আসা এই 'পুনর্জন্মে' বাড়তি পাওনা হয় তাঁর সদ্যজাত সন্তানের সঙ্গে প্রথম দেখা। তারপর অবধারিত বাঁধানছাড়া আনন্দের কান্না! আবেগময় সেই অনন্য মুহূর্তের ভিডিও (সৌজন্যে ডেইলি মেল) ভাইরাল হয়েছে সোশাল মিডিয়ায়। যা দেখে চোখের জলে ভাসছে নেটিজেনরাও। ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করা ভিডিও সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনাটি লাতিন আমেরিকার দেশ মেক্সিকোর। ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে এক ব্যক্তি। এক মহিলা কোলে সদ্যজাত শিশুকে নিয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছেন। যা দেখে হাউহাউ করে কাঁদছেন অসুস্থ ব্যক্তি। আসলে মহিলার কোলের শিশুটি ওই ব্যক্তির সন্তান। তিনি কোমায় থাকাকালীন সন্তানের জন্ম হয়েছিল। পরিবারের সদস্যদের ভয়ংকর আশঙ্কার মধ্যে পাঠিয়ে চিকিৎসকরা জানিয়েছিলেন, কোমা থেকে নাও ফিরতে পারেন যুবক। মৃত্যু হতে পারে তাঁর। যদিও ভিন্ন স্ক্রিপ্ট লিখলেন বিধাতা। দু'মাস পর কোমা থেকে ফিরে শিশুসন্তানের সঙ্গে দেখা হল যুবকের।ভাইরাল এই ভিডিও দেখে চোখের জলে ভাসছে নেটাপাড়া। আবেগময় মন্তব্যে ভরে উঠেছে কমেন্ট বক্স। একজন লিখেছেন, 'ঈশ্বর অলৌকিক কাণ্ড ঘটালেন।' যুবকের সুস্থ জীবন কামনা করেছেন অনেকে। এক নেটিজেন লিখেছেন, প্রমাণ হয়ে গেল, তজীবন সব সময় নেতিবাচক নয়। এই জন্যই শত দুঃখেও বাঁচতে ভালো লাগে।

মেঘলা দিন কাটানোর সেরা টিপস

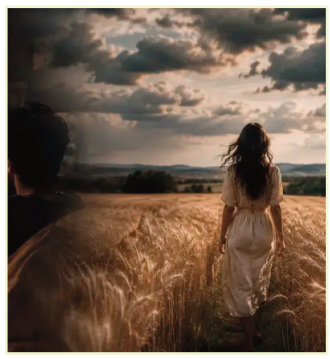

নয়া জামানা ডেক্স ঃ মেঘলা দিন মানেই আকাশ জুড়ে মেঘের আনাগোনা, রোদের লুকোচুরি আর এক অদ্ভুত শান্ত পরিবেশ। জানলার বাইরে তাকালে দেখা যায় ধূসর আকাশের ক্যানভাস, যা মনকে নিমেষেই একটু উদাসী আর রোমান্টিক করে তোলে। এই রকম দিনে প্রকৃতির রূপটাই বদলে যায়;গাছের পাতাগুলো আরও সবুজ দেখায়, সঙ্গে এক ঝলক ঠান্ডা হাওয়া এসে শরীর ও মন দুটোকেই জুড়িয়ে দেয়।এমন একটা দিনে দৈনন্দিন ব্যস্ততা যেন কিছুটা থমকে দাঁড়ায়। তার উপর সেদিন যদি ছুটির দিন হয়, তাহলেতো ইচ্ছে করেই সব কাজ একপাশে সরিয়ে রেখে ঘরের কোণে বসে একটা ভাল বই পড়তে কিংবা প্রিয় কোনো গান শুনতে শুনতে এক কাপ গরম চা বা কফিতে চুমুক দিতে। আর বাঙালির জন্য মেঘলা দিন মানেই তো দুপুরের মেনুতে ধোঁয়া ওঠা খিচুড়ি আর ইলিশ মাছ ভাজা বা ডিমের অমলেট।বাইরে যখন ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করে, তখন ঘরের নরম আলোয় প্রিয়জনদের সাথে গল্প করার আনন্দই আলাদা। মেঘলা দিন আমাদের শেখায় একটু থামতে, যান্ত্রিক জীবন থেকে ছুটি নিয়ে নিজের মতো করে সময় কাটাতে এবং প্রকৃতির এই শান্ত রূপকে মন থেকে অনুভব করতে।

বিশ্বের একমাত্র দেশ যেখানে নেই কোনও ট্রাফিক সিগন্যাল!

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ রাস্তায় বেরোলেই আমরা সাধারণত ট্রাফিক সিগন্যাল দেখতে পাই। লাল আলো জ্বললে গাড়ি থামে, সবুজ আলো জ্বললে গাড়ি চলতে শুরু করে। ব্যস্ত শহরের রাস্তায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রণে ট্রাফিক লাইটের গুরুত্ব অনেক। জানলে অবাক হবেন, বিশ্বের এমন একটি দেশ রয়েছে যেখানে কোনও ট্রাফিক সিগন্যাল নেই। আর তাতেও সেখানে যান চলাচল স্বাভাবিকভাবেই চলছে। এই দেশটি হল ভুটান। হিমালয়ের কোলে অবস্থিত ছোট্ট এই দেশটি তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, শান্ত পরিবেশ এবং আলাদা জীবনযাত্রার জন্য বিখ্যাত।ভুটানের রাজধানী থিম্পুতে কোনও ট্রাফিক লাইট নেই। এখানে লাল-হলুদ-সবুজ আলো দিয়ে নয়, বরং ট্রাফিক পুলিশের হাতের ইশারায় নিয়ন্ত্রণ করা হয় গাড়ি চলাচল। থিম্পুর ব্যস্ত রাস্তাগুলিতে নির্দিষ্ট জায়গায় ট্রাফিক পুলিশ দাঁড়িয়ে থাকেন। তাঁরা বিশেষ ভঙ্গিতে হাত নেড়ে চালকদের নির্দেশ দেন। কখন গাড়ি থামাতে হবে, কখন রাস্তা ছাড়তে হবে বা কখন এগিয়ে যেতে হবে-সবকিছুই পুলিশকর্মীরা নিয়ন্ত্রণ করেন। স্থানীয় মানুষও এই নিয়ম মেনে চলেন। একসময় ভুটানের রাজধানীতে ট্রাফিক সিগন্যাল বসানোর পরিকল্পনা করা হয়েছিল। কিন্তু সাধারণ মানুষ এই ব্যবস্থাকে খুব একটা পছন্দ করেননি। তাঁদের মনে হয়েছিল, যন্ত্রের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণের চেয়ে মানুষের উপস্থিতিতে ট্রাফিক পরিচালনা করা বেশি স্বাভাবিক ও সহজ। তাই পরে আবার ট্রাফিক পুলিশ নিয়ন্ত্রিত পুরনো ব্যবস্থাই ফিরিয়ে আনা হয়।ভুটানে ট্রাফিক সিগন্যাল না থাকার আরও একটি কারণ হল, দেশটির জনসংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। বড় বড় শহরের মতো এখানে রাস্তায় অতিরিক্ত যানজট দেখা যায় না। পাশাপাশি ভুটানের মানুষ সাধারণত নিয়ম মেনে গাড়ি চালান এবং রাস্তায় ধৈর্য ধরে চলাচল করেন। ফলে ট্রাফিক পুলিশের সাহায্যেই যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়।পর্যটকদের কাছেও ভুটানের এই বিষয়টি বেশ আকর্ষণীয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আসা মানুষ থিম্পুর রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাফিক পুলিশদের দেখে অবাক হন। কারণ আধুনিক প্রযুক্তির যুগে যেখানে প্রায় সব দেশেই স্বয়ংক্রিয় ট্রাফিক সিগন্যাল ব্যবহার করা হয়, সেখানে ভুটান এখনও মানবিক পদ্ধতিকেই গুরুত্ব দিয়েছে।ভুটানের এই ব্যবস্থা যেব দেখিয়ে দেয়, সবসময় আধুনিক প্রযুক্তিই সমস্যার একমাত্র সমাধান নয়। সঠিক নিয়ম, মানুষের সচেতনতা এবং দায়িত্বশীল আচরণ থাকলে অনেক সময় সহজ পদ্ধতিতেও বড় কাজ করা সম্ভব। তাই ট্রাফিক সিগন্যাল ছাড়াই চলা ভুটানের ব্যবস্থা আজ বিশ্বের কাছে এক অনন্য উদাহরণ।

Naya Jamana Evening Edition.....22 July...2026_Layout 1 26-07-2026 17:37 Page 3

মালদায় এবিআরএসএম-এর দ্বিবার্ষিক জেলা সম্মেলন

নয়া জামানা,মালদা ঃ অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘ (বিদ্যালয় শিক্ষা)-এর মালদা জেলা শাখার উদ্যোগে রবিবার দুর্গাকিঙ্কর সদনে অনুষ্ঠিত হল দ্বাদশ দ্বিবার্ষিক জেলা সম্মেলন।মালদা জেলার ৩১টি সার্কেল থেকে আগত প্রায় এক হাজার প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীর উপস্থিতিতে সম্মেলন কার্যত শিক্ষকদের এক বৃহৎ মিলনমেলায় পরিণত হয়।প্রদীপ প্রজ্জ্বলন, ভারতমাতা ও মা সরস্বতীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ এবং সরস্বতী বন্দনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়।উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার মুখ্য সচেতক অম্লান ভাদুড়ি, বিধায়ক রাজু কর্মকার, আরএসএস-এর বিভাগ কার্যবাহ শ্যামল পাল, এবিআরএসএম-এর রাজ্য সহ-সভাপতি সহদেব সাহা, রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাপি প্রামাণিক,

রাজ্য সম্পাদক উজ্জ্বল কুমার তালুকদার-সহ সংগঠনের জেলা ও রাজ্য নেতৃত্ব।সভায় মালদা জেলা সভাপতি মধুছন্দা মণ্ডল শিক্ষকদের আদর্শ, মূল্যবোধ ও সাংগঠনিক ঐক্য আরও সুদৃঢ় করার আহ্বান জানান।মালদা জেলা সম্পাদক রঞ্জু মিশ্র বিগত দিনের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার বিস্তারিত প্রতিবেদন পেশ করেন। কোষাধ্যক্ষ সন্দীপ চৌধুরী আয়-ব্যয়ের হিসাব তুলে ধরেন।রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাপি প্রামাণিক টেট-সহ বিভিন্ন শিক্ষা-সংক্রান্ত আন্দোলনে সংগঠনের ভূমিকা তুলে ধরে নতুন জেলা কমিটির ঘোষণা করেন।সহ-সভাপতি সহদেব সাহা আগামী দিনে সদস্য সংগ্রহ ও সংগঠন সম্প্রসারণের রূপরেখা তুলে ধরেন। শেষপর্বে ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং সমবেত কণ্ঠে 'বন্দেমাতরম' গাওয়ার মধ্য দিয়ে সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি হয়।

রাজ্যজুড়ে মেধার লড়াই মালদায় জমল স্কুল কুইজ

মানস দাস ।। নয়া জামানা

সাধারণ জ্ঞানের প্রসার, বিশ্লেষণী ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করে তুলতে মালদা কুইজ ফোরামের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল দ্বিতীয় বর্ষ রাজ্যস্তরের স্কুল কুইজ-২০২৬।মালদা বিপিনবিহারী ঘোষ টাউন হলে প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন অতিরিক্ত জেলাশাসক (উন্নয়ন) অনিন্দ্য সরকার। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন এবং ভারতের প্রথম কুইজ মাস্টার নিল ও'ব্রায়েনের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডিআই (সেকেন্ডারি) মৃন্ময় রায়, ডিআই (প্রাইমারি) মলয় মণ্ডল, জেলা জনশিক্ষা সম্প্রসারণ আধিকারিক সংগীত সুন্দর মণ্ডল, মালদা কুইজ ফোরামের সভাপতি দীপক চৌধুরী,সম্পাদক কণকেন্দু মোদক-সহ সংস্থার অন্যান্য পদাধিকারীরা।প্রতিযোগিতায় উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের মোট ১৮টি স্বনামধন্য স্কুল অংশগ্রহণ করে।আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, শিলিগুড়ি, রায়গঞ্জ, গঙ্গারামপুর, রহড়া, নরেন্দ্রপুর, ব্যারাকপুর, কৃষ্ণনগর, বহরমপুরের পাশাপাশি মালদার একাধিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা নিজেদের জ্ঞান ও উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দেন। প্রতিযোগিতাকে ঘিরে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যেও ছিল ব্যাপক উৎসাহ।মালদা কুইজ ফোরামের সম্পাদক কণকেন্দু মোদক জানান,কুইজ শুধুমাত্র প্রতিযোগিতা নয় এটি শিক্ষার্থীদের মেধা,স্মৃতিশক্তি, বিশ্লেষণী চিন্তা ও দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বাড়ানোর অন্যতম মাধ্যম। তিনি বলেন, পাঠ্যবইয়ের গণ্ডি ছাড়িয়ে সমসাময়িক বিষয় সম্পর্কে আগ্রহ তৈরি করাই আমাদের মূল লক্ষ্য। পাশাপাশি দলগতভাবে কাজ করার মানসিকতা গড়ে তোলা এবং শেখার প্রক্রিয়াকে আরও আনন্দদায়ক করে তুলতেই এই উদ্যোগ। উল্লেখ্য,রাজ্যস্তরের আসরের আগে মালদা জেলার প্রায় ৭০টি স্কুলকে নিয়ে প্রাথমিক পর্বের প্রতিযোগিতাও আয়োজন করা হয়েছিল।

অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে ঝালদা পুরপ্রধানের পদত্যাগ, কাউন্সিলর পদও ছাড়লেন সুরেশ আগরওয়াল

নয়া জামানা,পুরুলিয়া ঃ অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে পুরুলিয়ার ঝালদা পুরসভার পুরপ্রধান পদ থেকে পদত্যাগ করলেন সুরেশ আগরওয়াল। শনিবার তিনি ঝালদার মহকুমাশাসকের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে পদত্যাগপত্র পাঠান। একই সঙ্গে তিনি পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পদ থেকেও ইস্তফা দেন। পদত্যাগপত্রে এই দুই পদ থেকেই সরে দাঁড়ানোর বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।সূত্রের খবর, পদত্যাগপত্রের প্রতিলিপি রাজ্যের নগরোন্নয়ন ও পুরবিষয়ক মন্ত্রী, ওই দফতরের প্রধান সচিব, পুরুলিয়ার জেলাশাসক এবং ঝালদা পুরসভার কার্যনির্বাহী আধিকারিকের কাছেও পাঠানো হয়েছে।উল্লেখ্য, ঝালদা পুরসভায় মোট ১২টি আসন রয়েছে। ২০২২ সালের পুরসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস ৮টি আসনে জয়লাভ করে। কংগ্রেস ও নির্দল প্রার্থীরা দুটি করে আসন পেয়েছিলেন। পরে দুই নির্দল

কাউন্সিলর তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন। তৃণমূলের পাঁচ কাউন্সিলর এবং কংগ্রেসের দুই কাউন্সিলরের সমর্থনে সুরেশ আগরওয়াল পুরপ্রধান নির্বাচিত হন। তবে তৃণমূলের বাকি পাঁচ কাউন্সিলর তাঁর বিরোধিতায় ছিলেন। এদিকে কংগ্রেসের কাউন্সিলর পূর্ণিমা কান্দুর মৃত্যুর পর পুরসভার রাজনৈতিক সমীকরণেও পরিবর্তন আসে।রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর সুরেশ আগরওয়ালের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ ওঠে। বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর তিনি দীর্ঘদিন পুরসভায় যাওয়া বন্ধ করে দেন বলে অভিযোগ। এর ফলে পুরসভার প্রশাসনিক কাজকর্ম ব্যাহত হচ্ছিল এবং বিভিন্ন নাগরিক পরিষেবা পেতে সমস্যায় পড়ছিলেন ঝালদার বাসিন্দারা।এদিকে, সুরেশ আগরওয়ালের ছেলে রোহিত আগরওয়াল জানান, বাবা ভীষণ অসুস্থ।

চিকিৎসকরা তাঁকে সম্পূর্ণ বিশ্রামের পরামর্শ দিয়েছেন। সেই কারণেই তিনি পুরপ্রধান ও কাউন্সিলর; দুই পদ থেকেই পদত্যাগ করেছেন।পুরপ্রধানের এই পদত্যাগের পর ঝালদা পুরসভার প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নেয়, সেদিকে নজর রয়েছে রাজনৈতিক মহল ও স্থানীয় বাসিন্দাদের।

হাসপাতালের বেডে পথকুকুর, ছবি ভাইরাল হতেই তৎপর কর্তৃপক্ষ

নয়া জামানা, রাজগঞ্জ ঃ হাসপাতালের রোগী শয্যায় কুকুর শুয়ে থাকার ছবি ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল রাজগঞ্জের গ্রামীণ হাসপাতালে। এদিন সকালে হাসপাতালের একটি বেডে একটি কুকুরকে আরাম করে শুয়ে থাকতে দেখা যায়। মুহূর্তের মধ্যে সেই ছবি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে হাসপাতালের পরিষেবা ও পরিচ্ছন্নতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে।ছবি প্রকাশ্যে আসতেই তৎপর হয়ে ওঠেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। দ্রুত বেডের চাদর পাল্টে গোটা ঘর পরিষ্কার করা হয়।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই দিন সকালে মাত্র পাঁচ থেকে সাত মিনিটের জন্য কুকুরটি বেডে উঠে বসেছিল। ভোরের দিকে ওয়ার্ডে বিশেষ কেউ উপস্থিত না থাকায় বিষয়টি নজরে আসতে কিছুটা দেরি হয়। তবে নজরে

পড়ামাত্র কর্মীরা কুকুরটিকে বের করে দেন।

এই ঘটনা নিয়ে মুখ খুলেছেন বিএমওএইচ। তিনি জানিয়েছেন, হাসপাতালে কর্মীর সংখ্যা কম থাকায় এই ধরনের অসতর্কতা ঘটে থাকতে পারে। ইতিমধ্যেই হাসপাতালে অতিরিক্ত কর্মী নিয়োগের দাবি জানানো হয়েছে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে। পাশাপাশি ওয়ার্ডে নজরদারি বাড়ানোর ব্যাপারেও গুরুত্ব দেওয়া হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। তাঁর দাবি, হাসপাতাল চত্বরে কোথাও কোনও নোংরা-আবর্জনা নেই, নিয়মিত পরিচ্ছন্নতার কাজ চলে।এদিন বিকেলে ফের হাসপাতাল চত্বরেই দেখা মেলে ওই কুকুরটির। স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ওই মা-কুকুরটি দীর্ঘদিন ধরেই হাসপাতাল চত্বরে থাকে এবং সেখানকারই একটি পরিচিত মুখ। ঘটনার পর থেকে হাসপাতাল চত্বরে কুকুর ও অন্যান্য প্রাণীর অবাধ যাতায়াত রুখতে বাড়তি সতর্কতা নেওয়ার কথাও ভাবা হচ্ছে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে।

জল্পেশে মুখ্যমন্ত্রীর আগমন ঘিরে তৎপরতা, তৈরি হচ্ছে অস্থায়ী হেলিপ্যাড

বাবলু রহমান,নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি ঃ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী উত্তরবঙ্গ সফরকে কেন্দ্র করে এই মুহূর্তে ব্যস্ততা তুঙ্গে। জানা গেছে, উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী জল্পেশ মন্দিরে পুজো দিতে আগামীকাল আসবেন তিনি। আর তাঁর আগে জল্পেশ মেলা মাঠে এলাকায় জোরকদমে শুরু হয়েছে হেলিপ্যাড তৈরির প্রস্তুতি।হেলিপ্যাড নির্মাণের দায়িত্বে থাকা ঠিকাদার নিতাই দত্ত জানিয়েছেন, গতকালই তাঁরা এই কাজের ওয়ার্ক অর্ডার হাতে পেয়েছেন। এরপর সময় নষ্ট না করে গত রাতেই প্রায় ৭০ জন শ্রমিককে সাথে নিয়ে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ শুরু করা হয়েছে। তিনি আশাবাদী যে আজ বিকেল বা সন্ধ্যার

মধ্যেই পুরো কাজ সম্পন্ন হয়ে যাবে।

সূত্রের খবর জল্পেশ মেলা মাঠেই মুখ্যমন্ত্রীর হেলিকপ্টারটি অবতরণ করবে এবং সেখান থেকে তিনি সরাসরি জল্পেশ মন্দিরের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন। পাশাপাশি আজ বিকেলের দিকেই এই নবনির্মিত হেলিপ্যাডের ট্রায়াল রান বা পরীক্ষামূলক অবতরণ করা হতে পারে বলে জানা গেছে। মুখ্যমন্ত্রীর এই সফরকে কেন্দ্র করে জল্পেশ মন্দির চত্বর এবং মেলার মাঠ এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও প্রশাসনিক নজরদারি ব্যাপক হারে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

Naya Jamana Evening Edition.....22 July...2026_Layout 1 26-07-2026 17:37 Page 4

আনকোরা কালিম্পং

অফবিট মানচিত্রের নতুন কিছু সংযোজন

মূলধারার হিলস্টেশন ট্যুরিজমের বিকল্প হিসেবে উত্তরবঙ্গে হোমস্টে মডেলের প্রায় দুই দশক অতিক্রান্ত। শহুরে ঝাঁ চকচকে হোটেল-রেস্তোরাঁর বাইরে একটু ঘরোয়া আটপৌরে পর্যটনে বাঙালির মন মজেছে বহুদিন। পাহাড়ের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে গাড়ির রাস্তা প্রবেশ করার পরেই সেই রাস্তা নিয়ে এসেছে নতুন পর্যটনের দিশা। তবে আজকের দিনে এই ধরণের অধিকাংশ পাহাড়ি গন্তব্যের পাশে 'অফবিট' শব্দটি লেখা থাকলেও পর্যটক সমাগম হয়ে পড়েছে শহুরে হিলস্টেশনের মতোই। চার পাঁচ কামরার ছোট্ট ঘরোয়া পরিবেশের হোমস্টেগুলি চেহারা বদলে হয়ে উঠেছে দার্জিলিং কিংবা গ্যাংটকের ম্যাল লাগোয়া গতানুগতিক হোটেল। পাহাড়প্রেমীদের কাছে সেই একই 'থোড়-বড়ি-খাড়া' হয়ে উঠেছে চটকপুর, সিটং, কোলাখাম, লেপচাজগৎ, ধোত্রে, লামহাট্টা, সীমানা, রামধুরাসহ দার্জিলিং, কার্শিয়াং ও কালিম্পং-এর বিভিন্ন 'অফবিট' গন্তব্য। তবু কিছু গন্তব্য এমন আছে, যেগুলি নিজের দুর্গমতার কারণেই আবেদন হারায়নি এখনো। অন্যদিকে, উর্দ্ধমুখী চাহিদার কথা মাথায় রেখে দূর থেকে দূরতর প্রত্যন্ত বিন্দুতে গড়ে উঠেছে নতুন নতুন গন্তব্য।অধিকাংশ পাহাড়ি গন্তব্যের পাশে 'অফবিট' শব্দটি লেখা থাকলেও পর্যটক সমাগম হয়ে পড়েছে শহুরে হিলস্টেশনের মতোই। চার পাঁচ কামরার ছোট্ট ঘরোয়া পরিবেশের হোমস্টেগুলি চেহারা বদলে হয়ে উঠেছে দার্জিলিং কিংবা গ্যাংটকের ম্যাল লাগোয়া গতানুগতিক হোটেল। আনকোরা, নতুন, স্নিগ্ধ, মনোরম, শান্ত - এতগুলি বিশেষণের কথা মাথায় রেখে নতুন গন্তব্য খুঁজতে হলে উত্তরবঙ্গের অন্যতম জেলা অবশ্যই কালিম্পং। লাভা, লোলেগাঁও, চারখোলা, রিশপ, সিলেরিগাঁও এই জেলার বহুল প্রচলিত গন্তব্যগুলির মধ্যে অন্যতম। তবে, এর বাইরেও আছে অজস্র ছোটছোট নতুন রাত্রিবাসের ঠিকানা। শহুরে ট্যুরিস্টদের ভিড় ও কোলাহল থেকে মুক্ত এমনই কিছু গন্তব্যের সন্ধান রইল এই লেখায়। পর্যটকের ভিড় এসব অঞ্চলে প্রবেশ করার আগে গ্রামগুলিতে একটিবার ঘুরে আসাই যায়।

পেডং

কালিম্পং থেকে মাত্র ২১ কিমি এবং সিলেরিগাঁও থেকে ১০ কিমি দূরে অবস্থিত ছোট জনপদ পেডং। উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৪১০০ ফুট। একটি দুই শতাব্দী পুরানো প্রায় ৩০ মিটার উঁচু একটি পাইন গাছ থেকে এই জনপদের নামকরণ। স্থানটির ঐতিহাসিক গুরুত্বও অনেক। পুরানো সিল্করুট লাসা থেকে জেলেপ-লা হয়ে পেডং ছুঁয়ে গিয়েছিল। পাখিপ্রেমী ও চিত্রান্বেষীদের এই গ্রামটিতে একটিবার অবশ্যই সময় কাটানো উচিত বলে দাবি করেন স্থানীয়রা। মানুষের ভিড় কম হওয়ার কারণে নানাবিধ পাহাড়ি পক্ষীকূল সর্বদা ভিড় করে থাকে এই গ্রামের আশেপাশে। এখানে এলে ঘুরে দেখতে পারেন পেডং মনাস্ট্রি ও লেপচাদের তৈরি ড্যামসাং দুর্গ, যা আজও বহন করে চলেছে ভুটিয়া ও লেপচাদের শত্রুতার ইতিহাস। হাঁটা পথে বেড়িয়ে আসতে পারেন ১৮৮২ সালে এক ফরাসি মিশনারি প্রতিষ্ঠিত 'ক্রস হিল'। বেড়াতে যাওয়ার সব থেকে ভাল সময় অক্টোবর থেকে মার্চ।

মুদুংখোলা

পেডং থেকে কাগে যাওয়ার পথে একেবারেই নতুন এবং আনকোরা একটি গন্তব্য মুদুংখোলা। পাশে বয়ে যাওয়া পাহাড়ি নদীর নামেই গ্রামের নামকরণ। কালিম্পং শহর থেকে দূরত্ব প্রায় ৩০ কিমি। সম্প্রতি কয়েকটি হোমস্টে গড়ে উঠেছে এই গ্রামে। নির্জন এই স্থানে সবুজের মাঝে নদীতে নেমে একটু স্নান করেও নিতে পারেন। অবসরযাপনের জন্য কয়েকটি রাত্রি এখানে অনায়েসে কাটিয়ে দেওয়া যায়।

লিংসে

পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিমের সীমান্তে ৪৮০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত ছোট্ট একটি গ্রাম লিংসে। কালিম্পং শহর থেকে এর দূরত্ব ৪৮ কিমি এবং পেডং থেকে মাত্র ২৪ কিমি। শিলিগুড়ি থেকে সর্বমোট দূরত্ব প্রায় ১০০ কিমি। সরাসরি গাড়ি রিজার্ভ করে অথবা শেয়ার গাড়িতে কালিম্পং ও রেহনক হয়ে লিংসে পৌঁছানো যায়। এই গ্রাম থেকে আশেপাশে ঘুরে বেড়ানোর জায়গা প্রচুর। লিংসে থেকে বিখ্যাত মুলখারকা লেকের দূরত্ব মাত্র ৪ কিমি। সূর্যোদয়ের সময় কাঞ্চনজঙ্ঘার প্রতিবিম্ব লেকের জলে দেখার সুযোগ একদমই হাতছাড়া করা যায় না। আরিটার লেকের অবস্থানও খুবই কাছে। যাঁরা পাখির ছবি তুলতে ভালোবাসেন, নিরিবিলি পরিবেশে দেখতে পাবেন হিমালয়ের অসংখ্য প্রজাতির পাখি। ঘুরে দেখতে পারেন স্থানীয় বিভিন্ন মনাস্ট্রি, ঝর্না এবং অবশ্যই ঝুসিং ভিউপয়েন্ট। সকাল সকাল এই ভিউপয়েন্টে পৌঁছে কাঞ্চনজঙ্ঘার ব্যাকড্রপে সমগ্র লিংসে গ্রামের একটি দৃশ্য উপভোগ করতে পারবেন। বছরের যেকোনো সময়েই এখানে যাওয়া যায়, তবে ভারী বর্ষার সময়টি এড়িয়ে যাওয়াই ভালো।লাভা, লোলেগাঁও, চারখোলা, রিশপ, সিলেরিগাঁও এই জেলার বহুল প্রচলিত গন্তব্যগুলির মধ্যে অন্যতম। তবে, এর বাইরেও আছে অজস্র ছোটছোট নতুন রাত্রিবাসের ঠিকানা।

সামথার

কালিম্পং শহর থেকে ৪২ কিমি দূরে অবস্থিত সামথার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্যই খ্যাত। ৪০০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত এই গ্রাম থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা ম্যাসিফ-সহ আশপাশের সবুজ পাহাড়ের অপূর্ব সুন্দর প্যানোরেমিক ভিউ দেখতে পাওয়া যায়। কাছেই রয়েছে লাভা এবং লোলেগাঁও, মাত্র ৬১ কিমি দূরেই ন্যাওড়া ভ্যালি ন্যাশনাল পার্ক। শিলিগুড়ি থেকে সামথার পৌঁছাতে সময় লাগে মাত্র সাড়ে তিন থেকে চার ঘন্টা। পাহাড়ি ফুলের সৌন্দর্য উপভোগ করতে হলে বেড়াতে যাওয়ার সব থেকে ভাল সময় মার্চ থেকে মে মাস। অঞ্চলটি ভূমিধ্বসপ্রবণ হওয়ার কারণে বর্ষার সময় যাওয়া একটু ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে।

কাশন

প্রায় ৪০০০ ফুট উচ্চতায় পেডং ও ঋষিখোলার মাঝে অবস্থিত কাশন খাসমহলের দূরত্ব শিলিগুড়ি থেকে প্রায় ৯০ কিমি এবং কালিম্পং থেকে ৩০ কিমি। প্রকৃতির কোলে শান্ত নির্ঝঞ্ঝাট কয়েকটি বিকেল কাটাতে কাশনের জুড়ি মেলা ভার। একটু অলস সময় কাটনোর বদলে কালিম্পং ঘুরে বেড়াতে চাইলে অন্যান্য গন্তব্যগুলিও একেবারে হাতের নাগালে। ঋষি নদীর ধারে অস্থায়ী ক্যাম্পগুলিতে সময় কাটাতে পারেন। পরিস্থিতি সঠিক হলে দুপুর রোদে স্নানও করে নিতে পারবেন নদীর জলে। আশেপাশের পায়ে হাঁটা রাস্তা ধরে নিরালায় সময় কাটাতে পারেন পাহাড়ি প্রকৃতির কোলে। বছরের যেকোনো সময়ই বেড়িয়ে আসার পক্ষে উপযুক্ত।

কীভাবে যাবেন?

আকাশপথে কালিম্পং থেকে ৭৯ কিমি দূরে অবস্থিত বাগডোগরা নিকটবর্তী বিমান বন্দর। কলকাতা কিংবা ভারতের বিভিন্ন মেট্রো শহর থেকে অনায়াসে এই বন্দরে পৌঁছানো যায়।

রেলপথে নিকটবর্তী ট্রেন স্টেশন নিউ জলপাইগুড়ি। কালিম্পং থেকে দূরত্ব ৭৩ কিমি। তাছাড়াও, কিছু ট্রেন শিলিগুড়ি জংশনেও থামে।

সড়কপথে শিলিগুড়ি থেকে একমাত্র সড়ক পথেই কালিম্পং পৌঁছানো সম্ভব। সব থেকে জনপ্রিয় রুট দশ নম্বর জাতীয় সড়ক, সেবক থেকে রংপো হয়ে পৌঁছানো যায়। দূরত্ব প্রায় ৬৫ কিমি ; যানজট না থাকলে সময় লাগে আড়াই থেকে তিন ঘন্টা। উইকেন্ডের যানজট এড়াতে সেভক রোড হয়ে দশ মাইলের রাস্তায় যাওয়া যায়। পাহাড়ি পথের সৌন্দর্য উপভোগ করতে হলে আরও বেশ কয়েকটি বিকল্প রাস্তা রয়েছে। একটু সংকীর্ণ ও অপেক্ষাকৃত কম মসৃণ হলেও শিলিগুড়ি থেকে সরাসরি পেডং হয়ে কালিম্পং পৌঁছানো যায়। অন্য আরেকটি রুটে ঋষি হয়ে কালিম্পং পৌঁছাতে পারেন।

বাহন অনেকেই শহর থেকে নিজের গাড়ি নিয়ে আসেন। তবে অধিকাংশ পর্যটক পাহাড়ের বাঁকে স্থানীয় গাড়িচালকদের ভরসা করেন বেশি। গাড়ির অগ্রিম বুকিং করা যায় এজেন্সি মারফত। তবে যথাযথ মূল্যে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন, শিলিগুড়ি বাস স্ট্যান্ড বা বাগডোগরা থেকে সরাসরি রকমারি গাড়ি রিজার্ভ করা যায়। সুমো কিংবা ইনোভা পেয়ে যাবেন ৩৫০০ - ৪০০০ টাকার মধ্যে। একা অথবা দুই-তিনজন কম বাজেটে বেড়াতে চাইলে কালিম্পং-এর শেয়ার গাড়ি পাওয়া যায় শিলিগুড়ি বাস স্ট্যান্ড এবং দার্জিলিং মোড়ে। তবে শেয়ার গাড়ি সাধারণত দুপর অবধি চলে। তাই একটু আগে পৌঁছে স্থানীয়দের থেকে গাড়ির সময় সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে রাখা ভালো। একটু এডভেঞ্চারপ্রেমীরা শিলিগুড়ি থেকে বাইক কিংবা স্কুটিও ভাড়া নিতে পারেন। মডেল হিসেবে দৈনিক ভাড়া হয় দেড় থেকে আড়াই হাজার মধ্যে। লিংসে কিংবা মুলখারকার রাস্তায় অত্যন্ত চড়াই থাকার কারণে ফোর হুইল ড্রাইভওয়ালা গাড়ি নিয়ে যাওয়াই ভালো। সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।